সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর চরিত্র ও বাণী

(Bangla)

16 - March - 2017

সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর চরিত্র ও বাণী

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম, শাহে বনী আদম, রাসূলে মুহতাশাম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জান্নাতরূপী বাণী হচ্ছে: "যে (ব্যক্তি) জুমার দিন ও রাতে (অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাত ও শুক্রবার দিন) আমার প্রতি ১০০বার দরূদ পাঠ করবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার ১০০টি অভাব পুরণ করে দিবেন, ৭০টি আখিরাতের এবং ৩০টি দুনিয়ার, আর **আল্লাহ্ তাআলা** একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করে দেবেন, যে সেই দরূদে পাক আমার কবরে এভাবে পৌঁছাবে, যেভাবে তোমাদেরকে উপহার পেশ করা হয়।" **(জমউল জাওয়ামেয়ে, কসমুল আকওয়াল, ৭/১৯৯, হাদীস নং ২২৩৫৫)**

উন পর দরূদ জিন কো কাসে বে কাসাঁ কাহিঁ,
উন পর সালাম জিন কো খবর বে খবর কি হে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: অর্থাৎ আমরা সেই **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করি, যা প্রত্যেক অসহায়ের সহায় ও আশ্রয়স্থল এবং আমরা সেই **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সালাম প্রেরণ করি, যিনি আমরা উদাসীনদের খবরা-খবর রাখেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং- ৫৯৪২)

দুটি মাদানী ফুল:

(১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম আমলের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভাল নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ تُوْبُوْا اِلَی اللّٰہ!, اُذْکُرُوا اللّٰہ!, صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ আজকে আমরা বয়ানে গুহার সাথী, মাযারের সাথী, আশিকে আকবর হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর পবিত্র চরিত্রের কতিপয় ঝলক এবং তাঁর বরকতময় বাণীসমূহ শ্রবণ করবো, আসুন প্রথমে একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবন করি:

আমার মাহবুবের কি অবস্থা?

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا বলেন: ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন সাহাবায়ে কিরামের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان সংখ্যা ৩৮ এ উপনীত

www.dawateislami.net

হয়, তখন হযরত সায়্যিদুনা হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের অনুমতি প্রার্থণা করলেন, **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "হে আবু বকর! আমরা এখনো সংখ্যায় কম।" কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বার বার অনুরোধ করতে থাকেন, এমনকি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের অনুমতি প্রদান করলেন। মুসলমানরা মসজিদে হেরেম শরীফের আশেপাশের এলাকায় ছড়িয়ে গেলেন, প্রত্যেকে নিজ নিজ বংশকে ইসলামে দাওয়াত দিতে লাগলো।

হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ লোকদেরকে ইসলামের খোতবা দেয়ার জন্য দাড়াঁলেন এবং সেখানে **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ও উপস্থিত ছিলেন, মক্কার মুশরিকরা মুসলমানদেরকে প্রকাশ্যভাবে ইসলামের দাওয়াত দিতে দেখে তাদের রক্ত জ্বলে উঠলো এবং তারা মুসলমানদের মারা শুরু করলো।

হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কেও মারলো, এমনকি তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বেহুশ হয়ে গেলেন, যখন তাঁর গোত্র বনু তাঈমের লোকেরা জানতে পারল, তখন তারা দৌঁড়ে আসলো এবং তাঁকে ঘরে নিয়ে গেলো, তাঁর পিতা আবু কাহফা এবং বনু তাঈমের লোকেরা খুবই চিন্তাগ্রস্থ ছিলো, বারবার তাঁর সাথে কথা বলার চেষ্টা করছিলো, অবশেষে দিনের শেষ ভাগে তাঁর হুঁশ ফিরে আসলো। যখন তারা তাঁর থেকে কুশল জিজ্ঞাসা করলো তখন তাঁর মুখ থেকে সর্বপ্রথম এই বাক্যটি উচ্চারিত হলো যে, **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কেমন আছেন? তাঁর এ কথা শুনে গোত্রের অনেক লোক অসন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলো, তাঁর আম্মাজান উম্মুল খায়ের সালমা যখন কিছু খাওয়ার কথা বলতেন তখন তিনি শুধু একই কথা বলতেন, **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কী অবস্থা? আমাকে শুধু তাঁর সংবাদ দিন। এ অবস্থা দেখে তাঁর মা বলতে লাগলেন: **আল্লাহ্**র শপথ! আমি আপনার বন্ধুর খবর জানিনা যে তিনি কেমন আছেন? সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: আপনি উম্মে জামীল বিনতে খাত্তাব এর নিকট চলে যান এবং তার নিকট হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন, তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ মা, উম্মে জামীল বিনতে খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর নিকট আসলেন এবং বললেন যে, আমার পুত্র আবু বকর আপনার নিকট তাঁর বন্ধু **মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন যে,

www.dawateislami.net

তিনি কেমন আছেন? হযরত উম্মে জামিল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললেন: আপনি যদি চান, তবে আপনার সাথে আপনার ছেলের নিকট যেতে পারি, উভয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ নিকট পৌঁছল, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তার নিকট এটি জিজ্ঞাসা করলেন যে, **রাসূলুল্লাহ্** কেমন আছেন?

হযরত উম্মে জামীল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا বললেন: **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিরাপদে আছেন এবং একেবারে সুস্থ আছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এখন কোথায় আছেন? তিনি উত্তর দিলেন: 'দারে আরকামে' অবস্থান করছেন। সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: **আল্লাহ্**র কসম! আমি ততক্ষন পর্যন্ত কোন কিছু পানাহার করব না, যতক্ষণ না **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে নিজের চোখে দেখবো না, অবশেষে যখন সবাই চলে গেলো তখন তাঁর আম্মাজান এবং উম্মে জামীল ইবনে খাত্তাব, তাঁকে **রাসুলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে নিয়ে গেলেন, **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর এই আশিককে দেখলেন, তখন চোখে অশ্রু বয়ে গেলো এবং গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন, তাঁকে চুমু খেতে লাগলেন। এই আবেগময় অবস্থা দেখে সকল মুসলমানও আবেগ তাড়িত হয়ে তাঁর দিকেই ধাবিত ছিলেন, তাঁকে ক্ষত-বিক্ষত দেখে **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم খুবই আবেগ প্রবণ হয়ে গিয়েছিলেন।

হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরয করলেন: **ইয়া রাসুলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমার মা-বাবা আপনার প্রতি উৎসর্গিত, আমি ভাল আছি, ব্যাস! সামান্য আঘাত পেয়েছি। যেদিন তাঁকে কষ্ট দেয়া হয়েছিলো, সেই দিনই তাঁর আম্মাজান হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মুল খায়ের সালমা এবং হযরত সায়্যিদুনা আমীরে হামজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا ও ইসলাম গ্রহণ করেন।

(তারিখে মদীনা দামেশক, ৩০/৪৯। আল বিদায়তু ওয়ান নিহায়া, ২/৩৬৯)

জু ইয়ারে গারে মাহবুবে খোদা সিদ্দিকে আকবর হে, ওহী ইয়ারে মাযারে মুস্তফা সিদ্দিকে আকবর হে।
আমীরুল মু'মিনীন হে আ'প ইমামুল মুসলিমিন হে আ'প, নবী নে জান্নাতী জিন কো কাহাঁ সিদ্দিকে আকবর হে।
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৬৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ইশকে রাসূলে ডুবে দ্বীনে ইসলামের প্রচার ও উন্নতির জন্য কিরূপ দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছেন। ইসলামের এই মহান মুবাল্লিগ নিজের দেহ, মন, ধন সবকিছু **আল্লাহ্ তাআলা** এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালবাসায় কুরবান করে দিয়েছেন, এরূপ দুঃখ ও কষ্ট পাওয়ার পরও নিজের চিন্তা না করে নিজের **আক্বা ও মওলা, হযরত মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কেই স্মরণ করছেন এবং অশান্ত ছিলেন যে, যেকোন ভাবে আমি যেন আমার **আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে যাই, তিনি কোন কষ্টে নাই তো, একটু ভাবুন তো যে, **দয়াময় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি জীবন উৎসর্গকারী সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর প্রেম ও ভালবাসার অবস্থা এমনি ছিলো, আসুন! আমরাও চিন্তা করি যে, আমরা আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে কেমন ভালবাসি? আমাদের মাঝেও কি ইসলামের জন্য কুরবানী দেয়ার চেতনা বিদ্যমান? সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এবং বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَہُمُ اللّٰہُ السَّلَام তো জান ও মাল কুরবানী দিতেও ঘাবড়াতেন না, কিন্তু আফসোস! আমরা শুধুমাত্র সময়ের কুরবানীও দিতে পারি না। মনে রাখবেন! যারা দ্বীনে ইসলামের সাহায্য করে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাদের সাহায্য করেন, যেমনটি- ১৭ পারা, সূরা হজ্বের ৪০ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَلَیَنْصُرَنَّ اللّٰہُ مَنْ یَّنْصُرُہٗ ؕ

(পারা ১৭, সূরা হজ্ব, আয়াত: ৪০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং নিশ্চয় **আল্লাহ্** সাহায্য করবেন তারই, যে তাঁর দ্বীনের সাহায্য করবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে সাহায্য করবেন, যে **তাঁর** দ্বীনের সাহায্য করবে, হযরত সায়্যিদুনা কাতাদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন যে, **আল্লাহ্ তাআলার** উপর বদান্যতার দায়িত্ব যে, **তিনি** তাকে সাহায্য করবেন, যে **তাঁর** (দ্বীনের) সাহায্য করবে। (তাফসীরে দুররে মনসুর, পারা ২৬, মুহাম্মদ, ৭ নং আয়াতের পাদটিকা, ৭/৪৬২) হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: **আল্লাহ্ তাআলার** অলীদের সাহায্য করা, নবীর খেদমত, ইলমে দ্বীনের প্রসার, সবই **আল্লাহ্ তাআলার** দ্বীনের সাহায্য। (নুরুল ইরফান, পারা ১৭, হজ্ব, ৪০ নং আয়াতের পাদটিকা, ৫৩৭ পৃষ্ঠা) সুতরাং আমাদের উচিত, আমরাও **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়্যতে দ্বীনের ইসলামের উন্নতির জন্য **১২**টি মাদানী কাজ করার উৎসাহ নিজের মাঝে সৃষ্টি করি।

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তাআলার দ্বীনের সাহায্যকারীদের সাহায্য কিভাবে হয়ে থাকে? তাঁদের সাহায্য কে করে থাকে? তাঁদের কিভাবে দৃঢ়তা নসীব হয়? আসুন! শ্রবণ করি: পারা ২৬, সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ৭ এ ইরশাদ হচ্ছে:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ۝

(পারা ২৬, সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা **আল্লাহ্**র দ্বীনের সাহায্য করো, তবে **আল্লাহ্** তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদগুলো সুদৃঢ় করে দেবেন।

দ্বীনে **মুস্তফা**র সাহায্য কারীদের জন্য প্রতিটি জুমা এবং দুই ঈদে না জানি কত যে ইমাম দোয়া করে থাকেন বরং দোয়া তো বুযুর্গানে দ্বীনরা বহুকাল পূর্ব থেকে করে আসছেন। এই দোয়া আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ও **"খুতবায়ে রযবীয়া"**য় অন্তর্ভূক্ত করেছেন। সেই দোয়াটি হলো: اَللّٰهُمَّ انْصُرْ مَنْ نَّصَرَ دِيْنَ سَيِّدِنَا مَوْلٰنَا مُحَمَّد অর্থাৎ **হে আল্লাহ্**! যে আমাদের **আক্বা ও মওলা মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দ্বীনের সাহায্য করবে তুমিও তার সাহায্য করো।

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ নেকীর দাওয়াত প্রদানকারী, মাদানী কাফেলায় সফরকারী, দরস ও বয়ানকারী, ইনফিরাদী কৌশিশকারী, আশিকানে রাসূলের কল্যাণ কামনাকারী, মাদানী কাফেলায় গরীব মুসাফিরদের সাহায্যকারী এবং যেকোন উপায়েই দ্বীনে **মুস্তফা**র সাহায্যকারীদের অভিনন্দন। কেননা, তাদের জন্য জুমার খোতবায় দোয়া করা হচ্ছে। হে দ্বীনে **মুস্তফা**র সাহায্যকারী! নিঃসন্দেহে **রব্বে যুল জালালে**র সাহায্য যার থাকবে, তার তো উভয় জগতে তরী পার হয়ে যাবে। **আল্লাহ্ তাআলা**র সাহায্যে বড় বড় বিপদও দূরীভূত হয়ে যাবে এবং আমরা তা জানবোও না। খোতবার দোয়ার পর আরো কিছু রয়েছে, এবং তা হলো: وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِيْنَ سَيِّدِنَا مَوْلٰنَا مُحَمَّد অর্থাৎ হে **আল্লাহ্**! যে আমাদের **আক্বা ও মাওলা মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দ্বীনের সাহায্য করবে না, তুমিও তাকে সাহায্য করো না।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আতঙ্কীত হওয়ার বিষয়! **আল্লাহ্ তাআলা** যাকে সাহায্য করবে না, নিঃসন্দেহে সে বড়ই হতভাগা। আমাদের সকলেরই ভাবা উচিৎ যে, সে কি নিজের জন্য দোয়া নিচ্ছে, নাকি বদদোয়া! সে সকল কাজই দ্বীনে **মুস্তফা**র

www.dawateislami.net

সাহায্য, যার দ্বারা ইসলামের বটবৃক্ষ ফলে ফুলে বৃদ্ধি পায়, কাফেররা ইসলাম গ্রহণ করে এবং বিগড়ে যাওয়া মুসলমানদের সংশোধনের মাধ্যম হয়। ব্যাস! নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে দিন, মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফর করুন, নিজে সুন্নাত শিখুন এবং অন্যকে শেখান আর এভাবেই দ্বীনে **মুস্তফা**র বেশি বেশি সাহায্য করে **আল্লাহ্ তাআলা**র সাহায্যের সুসংবাদ গ্রহণ করুন, যা তিনি স্বয়ং ওয়াদা করেছেন। সুতরাং **"খাযাইনুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান"** এর ৯৩২ পৃষ্ঠায় পারা ২৬, সূরা মুহাম্মদ এর ৭ নং আয়াতে পবিত্র ইরশাদ হচ্ছে:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ۝۷

(পারা ২৬, সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা **আল্লাহ্**র দ্বীনের সাহায্য করো, তবে **আল্লাহ্** তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদগুলো সুদৃঢ় করে দেবেন।

(খাযাইনুল ইরফান থেকে সংক্ষেপিত, ৯৩২ পৃষ্ঠা। নেকীর দাওয়াত, ১ম অধ্যায়, ৪২৬, ৪২৭ পৃষ্ঠা)

অতঃপর **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের সাহায্য করবেন অর্থাৎ যখন মু'মিন **আল্লাহ্ তাআলা**র দ্বীনের প্রচার-প্রসারের জন্য চেষ্টা করে তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তার জন্য সহজতা সৃষ্টি করে দিবেন, তাকে এই কাজে দৃঢ়তা দান করবেন, তাকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দান করবেন।

আতা হো নেকী কি দাওয়াত কা খোব জযবা কেহ, দোঁ ধুম সুন্নাতে মাহবুব কি মাচা ইয়া রব!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সিদ্দিকে আকবরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন খলিফাতুল মুসলেমিন, জা'নশিনে রাহমাতুল্লিল আলামীন, আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর আরো ঘটনাবলী জানার পূর্বে তাঁর পরিচয় শ্রবণ করি! তাঁর পবিত্র নাম 'আবদুল্লাহ্', উপনাম 'আবু বকর' এবং 'সিদ্দীক' ও 'আতীক' তাঁর উপাধি, 'সিদ্দীক' অর্থ হলো অত্যাধিক সত্যবাদী, তিনি জাহেলিয়্যতের যুগে এই উপাধি দ্বারা প্রসিদ্ধ ছিলেন, কারণ তিনি সর্বদাই সত্য বলতেন এবং 'আতীক' অর্থ হলো স্বাধীন। **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে সুসংবাদ দান করে ইরশাদ করেছিলেন: اَنْتَ عَتِيْقُ اللّٰهِ مِنَ النَّارِ

www.dawateislami.net

অর্থাৎ "তুমি **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়া ও অনুগ্রহে দোযখের আগুন থেকে মুক্ত।" এ কারণেই এটা তাঁর উপাধি হয়। (তারীখুল খুলাফা, ২৯ পৃষ্ঠা) তিনি কোরাইশ বংশীয় আর তাঁর বংশ **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বংশের সাথে সপ্তম পুরুষে গিয়ে মিলিত হয়, তিনি হস্তী বর্ষের প্রায় আড়াই বছর পর মক্কা মুকাররমায় জন্মগ্রহণ করেন। আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হলেন সেই সাহাবী, যিনি **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর রিসালতের সর্বপ্রথম সত্যতা স্বীকার করেন, তিনি এমন মহৎ ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর পর আগের ও পরের সকল মানুষের মধ্যে তিনিই সব চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ, স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে সঙ্গ দিয়ে নিজের জীবন বিসর্জনসহ পরম বিশ্বস্থতার হক আদায় করেন, ২ বৎসর ৭ মাস খেলাফতের মসনদে সমাসীন থেকে ২২ই জামাদিউস সানী ১৩ হিজরী সোমবার দিন অতিবাহিত করার পর ইন্তিকাল করেন, আমীরুল মু'মিনীন সায়্যিদুনা হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং রওজায়ে মোবারকে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পাশে সমাহিত হন। (তারিখুল খুলাফা, ২৭, ৬২, সংক্ষেপিত) তাঁর উপর **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

মাহবুবে রব্বে আরশ হে ইস সবজ কুব্বা মে,
পেহলু মে জলওয়া গাহ আতিক ও ওমর কি হে। (হাদায়িকে বখশীশ, ২১৯ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: এই সবুজ রঙের গুম্বদে **আল্লাহ্ তাআলা**র **প্রিয় মাহবুব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আরাম করছেন এবং তাঁরই পাশে হযরত আবু বকর সিদ্দিক এবং ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا আরাম করছেন।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আমি আমার মহান প্রতিপালক আল্লাহ্ তাআলার প্রতি সন্তুষ্ট

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সেই মহান মর্যাদাবান সাহাবী, যার **আল্লাহ্ তাআলা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে একটি বিশেষ অবস্থান অর্জিত ছিলো, যেমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা

www.dawateislami.net

আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি **আল্লাহ্**র **প্রিয় মাহবুব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, সেখানে হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এমন এক পোশাক পরিধান করে উপস্থিত ছিলেন, যার বোতামের স্থানে কাঁটা লাগানো ছিলো। এমন সময় জিব্রাঈল আমীন عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام রিসালতের দরবারে উপস্থিত হলো এবং আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আবু বকর এমন পোশাক কেন পরিধান করে আছেন? ইরশাদ করলেন: হে জিব্রাঈল! সে তাঁর সম্পূর্ণ সম্পদ মক্কা বিজয়ের পূর্বেই আমার জন্য কুরবান করে দিয়েছে। জিব্রাঈল আরয করলো: **আল্লাহ্ তাআলা** আপনার প্রতি সালাম প্রেরণ করেছেন এবং ইরশাদ করেছেন: তাঁকে জিজ্ঞাসা করো যে, সে কি **আল্লাহ্**র প্রতি সন্তুষ্ট, নাকি অসন্তুষ্ট? **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আবু বকর! **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাকে সালাম পাঠিয়েছেন এবং ইরশাদ করেছেন যে, আমার প্রতি কি সন্তুষ্ট নাকি নও?

সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরয করলেন: আমি আমার প্রতিপালকের প্রতি অসন্তুষ্ট কিভাবে হতে পারি? আমি আমার রবের (প্রতিপালকের) প্রতি সন্তুষ্ট, আমি আমার রবের প্রতি সন্তুষ্ট, আমি আমার রবের প্রতি সন্তুষ্ট।

(তারিখে মদীনা দামেশক, আব্দুল্লাহ্ ওয়া ইয়া কালু আতিক, ৩০/৭১)

মহান প্রতিপালক আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সিদ্দিকে আকবরের শ্রেষ্ঠত্ব

এমনিভাবে আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم বলেন: **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করেন: আমি **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে তিনবার তোমাকে শ্রেষ্ঠ করার আবেদন করলাম, কিন্তু **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবার থেকে আবু বকরকে শ্রেষ্ট করার আদেশ আসলো। **(তারিখে মদীনা দামেশক, আব্দুল্লাহ্ ওয়া ইয়া কালু আতিক, ৩০/৭১)**

সবচেয়ে বড় পরহেযগার:

আল্লাহ্ তাআলা কোরআনে করীমের এক স্থানে তাঁকে পরহেযগার বলা হয়েছে, যেমনটি ইরশাদ হচ্ছে:

www.dawateislami.net

وَ سَیُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ﴿۱۷﴾

(পারা ৩০, আল লাইল, আয়াত: ১৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তা থেকে অনেক দূরে রাখা হবে যে সর্বাধিক পরহেযগার।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই আয়াতে "اَتْقٰی" (অর্থাৎ সবচেয়ে বড় পরহেযগার) দ্বারা উদ্দেশ্য সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ।

রিসালাতের দরবারে সিদ্দিকে আকবরের মর্যাদা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা লক্ষ্য করলেন যে, **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে তাঁর কত উচ্চ মর্যাদা অর্জিত। অনেক আয়াতে মোবারাকা তাঁর শানেই অবতীর্ণ হয়েছে, এমনিভাবে **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারেও তাঁর মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে ছিলো, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আবু ওসমান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: ইয়া **রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! মানুষের মধ্যে আপনার সবচেয়ে বেশি প্রিয় কে? **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আয়েশা। তাঁরা আবারো আরয করলেন: পুরুষদের মধ্যে কে? ইরশাদ করলেন: আয়েশার পিতা। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, গযওয়া যাতিল সালাসিল, হাদীস নং-৪৩৫৮, ৩য় খন্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা) (অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, আমি দেখলাম যে, **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم এর সাথে দন্ডায়মান ছিলেন, এমন সময় হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ উপস্থিত হলেন, তখন **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অগ্রসর হয়ে তাঁর সাথে হাত মিলালেন, অতঃপর আলিঙ্গন করে তাঁর মুখে (কপালে) চুমু দিলেন এবং হযরত সায়্যিদুনা আলডিল মুরতাদা كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم কে ইরশাদ করলেন: হে আবুল হাসান! আমার নিকট আবু বকরের মর্যাদা সেই রূপ, যেমন **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট আমার মর্যাদা। (আর রিয়াদুন নাদারা, ১/১৮৫)

জান্নাতে সিদ্দিকে আকবরের জাকজমকপূর্ণ অভ্যর্থনা

এমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত যে, **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: জান্নাতে এমন এক ব্যক্তি প্রবেশ

www.dawateislami.net

করবে যে, সকল জান্নাতবাসী তাঁকে চিৎকার করে করে বলবে: মারহাবা! মারহাবা! এখানে তাশরীফ নিয়ে আসুন, এখানে তাশরীফ নিয়ে আসুন। হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ খুবই আশ্চার্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমরাও কি সেই ব্যক্তিকে দেখবো? **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে আবু বকর! সেই জান্নাতী ব্যক্তি হচ্ছো তুমিই।

(ইবনে হাব্বান, কিতাব আখবারিহি আন মানাকিবিস সাহাবা, ৯ম অংশ, ৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬৮২৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কিরূপ সৌভাগ্যবান সাহাবী ছিলেন যে, আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام এর পর সর্বশ্রেষ্ঠ ঘোষিত হয়েছেন এবং **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

তাঁর এই সৌভাগ্যও অর্জিত যে, সর্বস্থানেই তিনি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথেই ছিলেন, এমনকি **আল্লাহ্ তাআলা** আসমানেও তাঁর নাম **নবী করিম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নামের সাথেই মিলিয়ে দিয়েছেন, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **দো'আলমের মালিক ও মুখতার, মক্কী মাদানী সরদার, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমাকে আকাশে ভ্রমন করানো হয়েছে, আমি যেই আসমানেই গিয়েছি, সেখানে আমার নাম লিখা অবস্থায় পেয়েছি এবং আমার নামের পর আবু বকরের নামও লিখা ছিলো। **(মজমুয়ায যাওয়ায়িদ, কিতাবুল মানাকিব, বাব মা'জা ফি আবী বকর, ৯/১৯, হাদীস নং-১৪২৯৬। তারিখুল খোলাফা, যিকরি আবু বকরিস সিদ্দিক, ৪৩ পৃষ্ঠা)** সুতরাং আমাদের উচিৎ, আমরাও হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর প্রতি অধিকহারে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা পোষন করি, যেন **আল্লাহ্ তাআলা তাঁর** প্রিয়দের সদকায় আমাদের উপরও সন্তুষ্টি এবং রহমতের বৃষ্টি বর্ষন করেন।

বয়াঁ হো কিস যবাঁ সে মরতবা সিদ্দিকে আকবর কা,
হে ইয়ারে গার, মাহবুবে খোদা সিদ্দিকে আকবর কা।
রুসুল আউর আম্বিয়া কে বা'দ জু আফযল হো আ'লাম সে,
ইয়ে আ'লাম মে হে কিস কা মরতবা, সিদ্দিকে আকবর কা।
আলী হে উস কে দুশমন আউর ওহ দুশমন আলী কা হে,
জু দুশমন আকল কা দুশমন হুয়া সিদ্দিকে আকবর কা। (যওকে নাত, ৪২-৪৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

কল্যাণ কামনার চেতনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর বরকতময় স্বত্তাকে **আল্লাহ্ তাআলা** উত্তম গুণাবলী এবং পবিত্র চরিত্রের অধিকারী বানিয়েছেন, আসুন! তাঁর মোবারক চরিত্রের কতিপয় ঝলক শ্রবণ করি, সুতরাং তাঁর স্বত্তায় মানুষের কল্যাণের চেতনা ভরা ছিলো, এই কারণেই যে, দ্বীনে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে যে সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان কষ্টকর জীবন অতিবাহিত করছিলেন, তিনি তাঁদের জন্য দয়া ও স্নেহের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন, তিনি অত্যাচার ও নিপীড়নের চাক্কিতে পিষ্ট হওয়া মুসলমানদের জন্য শুধু মাত্র অন্তরেই দয়া ও সহমর্মিতা পুষে রাখেননি বরং তাঁদেরকে কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে সকল সম্ভাব্য চেষ্টা করেছেন এবং যদি সম্পদ খরচ করতে হতো তবে তাতেও পিছপা হতেন না। আসুন এপ্রসঙ্গে একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবণ করি:

হযরত সায়্যিদুনা বিলাল এর মুক্তি

প্রসিদ্ধ সাহাবী, রাসূলের মুয়াজ্জিন, হযরত সায়্যিদুনা বিলাল হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ যার মায়ের নাম হামামা, তিনি সত্যিকার মু'মিন এবং পবিত্র অন্তর সম্পন্ন গোলাম ছিলেন, তাঁর মালিক উমাইয়া বিন খলফ তাঁকে মারাত্মক রৌদ্রে নিয়ে গিয়ে মক্কার বাইরে উত্তপ্ত বালির উপর চিৎ করে শুয়াইয়ে বুকের উপর পাথর রেখে দিতো আর বলতো: মুহাম্মদ (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দ্বীন) কে অস্বীকার করো, আমাদের খোদাদের ইবাদত করো, নয়তো এখানেই মরে যাবে। হযরত সায়্যিদুনা বিলাল হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ শুধু এটিই উত্তর দিতেন: আহাদ, আহাদ (অর্থাৎ **আল্লাহ্** শুধুমাত্র একজন, তাঁর কোন অংশীদার নেই) (আর রিয়াদাতুন নাদারা, ১/১৩২-১৩৩) একদিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সেই জায়গা দিয়ে যাচ্ছিলেন যেখানে হযরত সায়্যিদুনা বিলাল হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর উপর নির্যাতন করা হচ্ছিলো, তিনি উমাইয়া বিন খলফকে ধমক দিয়ে বললেন: এই অসহায়কে কষ্ট দিতে তোমার **আল্লাহ্ তাআলার** প্রতি ভয় করে না? কতদিন এরূপ করতে থাকবে? সে বলতে লাগলো: আবু বকর! তুমিই একে নষ্ট (অর্থাৎ মুসলমান) করেছো, তুমিই একে ছাড়িয়ে নাও। তিনি বললেন: আমার নিকট বিলালের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ও বলিষ্ট গোলাম

www.dawateislami.net

রয়েছে, বিলালকে আমাকে দিয়ে তা তুমি নিয়ে নাও। বললো: গ্রহণ করলাম। তিনি কিছু টাকা এবং গোলামের বিনিময়ে তাঁকে কিনে নিয়ে আযাদ করে দিলেন।

এরপর তিনি আরো ছয়জন এমন গোলাম আযাদ করেছেন। (আর রিয়াদাতুন নাদারা, ১/১৩২) এটাও বর্ণিত আছে: হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হযরত সায়্যিদুনা বিলাল হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে পাঁচ আওকিয়া (প্রায় ৩২ তোলা) সোনার বিনিময়ে কিনলে বিক্রেতা বলেন: আবু বকর! যদি তুমি এক আওকিয়া সোনার বেশি না আগাতে তবে আমি ঐ দামেই তাকে বিক্রি করে দিতাম। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: যদি তুমি একশ (১০০) আওকিয়া সোনা চাইতে, তবুও আমি তা দিতাম এবং বিলালকে অবশ্যই কিনে নিতাম।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা দ্বারা জানা গেলো, হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ খুবই মমতা ও দয়াবান ছিলেন, কোন মু'মিনকে কষ্টে লিপ্ত হওয়া সহ্য করতে পারতেন না এবং নিজের ধন ও সম্পদকে তার প্রাণের উপর প্রাধান্য দিতেন। এই কারণেই তিনি হযরত সায়্যিদুনা বিলাল হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সহ সাত জন গোলামকে কিনে আযাদ করে দিয়েছেন। তিনি নেককার হওয়ার পাশাপাশি নেক কাজেও অগ্রনী ভূমিকা পালন করতেন।

গুহার সাথীর সম্পদ ইছার (আত্মত্যাগ)

তাবুকের যুদ্ধের সময় যখন **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর উম্মতের সম্পদশালীদেরকে আদেশ দিলেন যে, যেন তারা **আল্লাহ্**র পথে সম্পদ দ্বারা সাহায্য করাতে অগ্রগামী হয়ে অংশগ্রহণ করে, যাতে ইসলামী মুজাহিদদের জন্য খাবার পানীয় এবং বাহনের ব্যবস্থা করা যায়, **মাহবুবে রহমান, শাহে কওন ও মকান, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই উৎসাহ মূলক আদেশ পালন করতে গিয়ে যেই ব্যক্তি **আল্লাহ্**র রাস্তায় নিজের সমস্ত সম্পদ **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে বিলিয়ে দিয়েছেন, তিনি সাহাবী ইবনে সাহাবী, আশিকে আকবর হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ই ছিলেন, তিনি ঘরের সমস্ত জিনিষপত্র **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কদমে জমা করে দিলেন, **শাহানশাহে আবরার, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজের গুহার সাথীর এই ইছার (আত্মত্যাগ) দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: নিজের

www.dawateislami.net

পরিবার পরিজনের জন্য কি কিছু রেখেছো? খুবই আদব ও সম্মান পূর্বক আরয করলেন: اَبْقَيْتُ لَهُمُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ অর্থাৎ আমি তাদের **আল্লাহ্** ও **তাঁর রাসূলের** দয়াময় দায়িত্বে রেখে এসেছি। (সবলিল হুদা ওয়াল রিশাদ, যিকরি যিকরি হাসাহু আলান নাফকাতু..., ৫/৪৩৫) যেন বললেন যে, আমার এবং আমার পরিবার পরিজনের জন্য **আল্লাহ্** ও **রাসূলই** যথেষ্ট।

পরওয়ানে কো চেরাগ তু বুলবুল কো ফুল বাস
সিদ্দিক কে লিয়ে হে খোদা অউর রাসূল বাস

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের প্রিয় সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **আল্লাহ্ তাআলার** পথে সম্পদ ব্যয় করাতে কিরূপ মহান চেতনা রাখতেন, নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তাআলার** পথে সম্পদ ব্যয় করার অনেক ফযিলত রয়েছে, **হুযুর নবীয়ে করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জান্নাতরূপী বাণী হচ্ছে: "যে মুসলমান কোন পোশাকহীন মানুষকে পোশাক পরিধান করাবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে জান্নাতী পোশাক পরিধান করাবেন এবং যে ব্যক্তি কোন ক্ষুধার্ত মুসলমানকে আহার করাবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে জান্নাতী ফল খাওয়াবেন এবং যে ব্যক্তি কোন পিপাসার্ত মুসলমানকে পানি পান করাবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে মোহরাঙ্কিত পবিত্র সূধা পান করাবেন।" (সুনানে আবি দাউদ, কিতাবুয যাকাত, বাবু ফি ফদলী সা'কীল মা'য়ি, ২/১৮০, হাদীস নং-১৬৮২)

আমাদেরও উচিৎ, আমাদের যতটুকু সামর্থ্য **আল্লাহ্ তাআলার** পথে ব্যয় করা, যেন আমাদের উপরও **আল্লাহ্ তাআলার** বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ হয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইসলামের দাওয়াতের পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সেই সৌভাগ্যবান সাহাবী, যিনি পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ঈমান আনয়ন করেন, হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ইসহাক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথেই তা প্রকাশও করে দিয়েছিলেন এবং এর দাওয়াত দেওয়াও শুরু করে দিয়েছিলেন, যেহেতু তিনি নিজের গোত্রে খুবই কোমল হৃদয়, মানুষের দুঃখ কষ্টে

www.dawateislami.net

অংশগ্রহণকারী এবং সবার প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি কোরাইশদের অভিজাত্য এবং তাদের ভাল মন্দ সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত ছিলেন, তিনি একজন প্রসিদ্ধ এবং ভদ্র ব্যবসায়ী ছিলেন, কোরাইশদের সকল ছোট বড় লোক জ্ঞান ও ব্যবসার গুনাবলী এবং পবিত্র সহচর্যের কারণে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হতেন, তাঁর সঙ্গ দ্বারা উপকৃত হতেন, তিনি তাদেরকে ইনফিরাদী কৌশিশ করতেন, ইসলামের সৌন্দর্য বর্ণনা করতেন এবং তাদের ইসলামের দাওয়াত দিতেন। এমনিভাবে তিনি তাঁর নিকট আসা অনেক লোককে ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাদেরও ইসলামে অর্ন্তভূক্ত করে নিয়েছিলেন। **(আর রিয়াদাতুন নাদারা, ১/৯১)**

যেমনটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ২৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত তাঁর রিসালা **"বৃদ্ধ পূজারী"** এর ১০ পৃষ্ঠায় বলেন: তাঁর ইনফিরাদী কৌশিশে এমন পাঁচজন ব্যক্তিত্ব ইসলাম গ্রহণ করেন, যাঁদেরকে আশারায়ে মুবাশ্শারাদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তাঁদের পবিত্র নাম সমূহ হলো, **(১)** হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ, **(২)** হযরত সায়্যিদুনা সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ, **(৩)** হযরত সায়্যিদুনা তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ্ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ, **(৪)** হযরত সায়্যিদুনা আবদুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ, **(৫)** হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর ইবনে আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ। **"আশারায়ে মুবাশ্শারা"** এ দশ সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان দের বলা হয়, যাঁদেরকে আমাদের **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন। আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা আহমদ রযা খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন:

ওহ্ দশো জিন কো জান্নাত কা মুযদা মিলা, উস্ মোবারক জামাআত পে লাখো সালাম।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ঘরেই মসজিদ নির্মাণ

হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ইসলামের প্রাথমিক যুগেই নিজের ঘরের আঙ্গিনায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, যেখানে তিনি কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করতেন এবং নামায আদায় করতেন, লোকেরা তাঁর এই আত্মভোলা দৃশ্য দেখে তাঁর আশেপাশে জমা হয়ে যেতো, তাঁর কোরআনের

www.dawateislami.net

তিলাওয়াত, ইবাদত ও রিয়াযত এবং খোদাভীতিতে কান্না করা লোকদের অনেক প্রভাবিত করতো, তাঁর এই আমলের দ্বারা অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। (আর রিয়াদাতুন নাদারা, ১/৯) হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا বলেন: আমার সম্মানিত পিতা যখন কোরআনের তিলাওয়াত করতেন, তখন তিনি তাঁর নিজের অশ্রু ধরে রাখতে পারতেন না, অর্থাৎ অঝোর ধারায় কান্না করতেন।

(শুয়াবুল ঈমান, আল হাদী আশারা মিন শুয়াবিল ঈমান, ১/৪৯৩, হাদীস নং-৮০৬)

তিলাওয়াতে কান্না করার সাওয়াব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করে কিভাবে কান্নাকাটি করতেন, অথচ তিনি দুনিয়াতেই হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মোবারক যবান হতে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ পেয়েছিলেন, এরপরও তিনি খোদাভীতিতে কান্না করতেন। আমাদেরও কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করে কান্না করা উচিৎ এবং যদি কান্না না আসে তবে কান্না করার মুখাবয়বই (আকৃতি) বানিয়ে নেয়া উচিৎ। কেননা, কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করে কান্না করা মুস্তাহাব, যেমনটি **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে: কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করে কান্না করো এবং কান্না না আসলে কান্নার ন্যায় মুখাবয়ব বানিয়ে নাও।

(ইবনে মাজাহ, বাবু ফি হাসানুস সুত, ২/১২৯, হাদীস নং-১৩৩৭)

আতা কর মুঝে এ্যয়ছি রিক্কত খোদায়া কারোঁ রোতে রোতে তিলাওয়াত খোদায়া

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

গরমের দিনে রোযা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেভাবে আমাদের প্রিয় সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ইবাদত গুজার ছিলেন, তেমনি অধিকহারে রোযাও রাখতেন, যেমনটি তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি গরমের দিনে (নফল) রোযা রাখতেন এবং শীতের দিনে রাখতেন না। **(আয যুহুদ লি ইমাম আহমদ, কিতাবুয যুহুদ, যাদে আবু বকর সিদ্দিক, ১৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫৮৫)** বাস্তবেই এটি হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ইবাদতের প্রবল আগ্রহ ছিলো যে, কোরআনে করীম তিলাওয়াতের সময় কান্না করতেন এবং ফরয

www.dawateislami.net

রোযা ছাড়াও গরমের দিনে নফল রোযা রাখতেন, যদি আজকে আমরা নিজেদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিই তবে শীতের দিনে ফরয রোযাও অনেক কষ্ট করে রাখি, অথচ শীতের দিনে সাধারণত দিন অনেক ছোট এবং রাত অনেক দীর্ঘ হয়ে থাকে আর দিনে পিপাসাও অনেক কম অনুভূত হয়, আর গরমের দিনে সাধারণত দিন অনেক বড় এবং রাত খুবই ছোট হয়ে থাকে আর দিনের বেলায় পিপাসার প্রভাবও অনেক বেশি হয়ে থাকে। দুনিয়ার গরম আখিরাতের গরমের তুলনায় কিছুই নয়, যখন কিয়ামতের দিন হবে এবং সূর্য এক মাইল দূরে অবস্থান করে আগুন বর্ষণ করবে, পিপাসার তীব্রতায় জিহ্বা বাইরে বের হয়ে আসবে, মানুষ নিজেরই ঘামে ডুবে যাবে, সেই সময়ের গরম সহ্য করা নিঃসন্দেহে আমাদের ক্ষমতা নাই, সুতরাং দুনিয়াতেই **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নেক আমল করার চেষ্টা করা উচিৎ, **আল্লাহ্ তাআলা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে সন্তুষ্ট করে নিন আর কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমতে আরশের ছায়া অর্জনের জন্য আজ দুনিয়াতেই অধিকহারে নেককাজ করতে হবে, اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ দাওয়াতে ইসলামীর নেকীতে ভরা মাদানী পরিবেশ আমাদের নেকী অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছে, জি হ্যাঁ! এই সুযোগের মধ্যে একটি উত্তম সুযোগ হলো সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা।

সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা

মাদানী মুযাকারার কথা কি আর বলবো যে, শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে করা বিভিন্ন প্রশ্নের আকর্ষনীয় উত্তরের আদলে জীবনের বিভিন্ন প্রদক্ষেপ সম্পর্কে উপকারী জ্ঞানের পাশাপাশি অসংখ্য ইলমে দ্বীনও অর্জন হবে। ইলমে দ্বীনের ফযিলতেরই বা কিরূপ মর্যাদা রয়েছে, হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করেন: হে আবু যর (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ)! তোমার এই অবস্থায় সকাল হওয়া যে, তুমি **আল্লাহ্ তাআলা**র কিতাব থেকে এক আয়াত শিখেছো, তবে এটি তোমার জন্য ১০০ রাকাত নফল নামায আদায়ের চেয়ে উত্তম এবং তোমার এই অবস্থায় সকাল হওয়া যে, তুমি ইলমের একটি অধ্যায় শিখেছো, তবে এটি তোমার জন্য ১০০০ রাকাত নফল নামায আদায় করার চেয়ে উত্তম। **(ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফি ফদলি মিন তালীম, ১/১৪২, হাদীস নং-২১৯)**

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন, এখনিই নিয়্যত করে নিই যে, আমরাও প্রতি সপ্তাহে মাদানী মুযাকারায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করবো এবং অপর ইসলামী ভাইদেরও মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহনের দাওয়াত দিবো, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ অনেক ইসলামী ভাই মাদানী মুযাকারার বরকতে নিজের গুনাহে ভরা জীবন থেকে তাওবা করে নিয়েছে। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি:

প্রতিদিন মাদানী মুযাকারা শুনার বরকত

যমযম নগর হায়দারাবাদ (বাবুল ইসলাম, সিন্ধু প্রদেশ) এর পিলিলি পার এলাকার এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা কিছুটা এরূপ যে, এমনিতে তো দাওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশের মাদানী সৌরভ শিশুকাল থেকেই নসীব হচ্ছিলো, কিন্তু অভিশপ্ত শয়তান দুনিয়ার ধোকাময় সৌন্দর্যে জঘন্যভাবে বিভ্রান্ত করে রেখেছিলো, আমার চেহারা সুন্নাতে মুস্তফা (অর্থাৎ দাঁড়ি শরীফ) থেকে বঞ্চিত ছিলো এবং খালি মাথায় ঘুরাফেরা করা আমার অভ্যাস ছিলো। জীবনের মূল্যবান মাস ও বছর উদাসীনতায় কাটতে লাগলো, এমনি সময় সৌভাগ্য বশতঃ একবার কোন এক দাওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে গেলো, কথাবার্তার এক পর্যায়ে তিনি আমাকে বললেন যে, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: যে প্রতিদিন একটি বয়ান শ্রবন করে, আমি তার উপর সন্তুষ্ট হই। এই শব্দগুচ্ছ গুলো আমার অন্তরে আপন মমতাময় মুর্শিদের প্রতি ঘুমন্ত ভালবাসাকে জাগ্রত করে দিল, সুতরাং আমি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত ৫০টি মাদানী মুযাকারা সম্বলিত **CD** কিনে নিলাম এবং প্রতিদিন একটি করে মাদানী মুযাকারা শুনার সৌভাগ্য অর্জন করতে লাগলাম। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুখ দিয়ে ঝরে পড়া শরীয়াত ও তরিকতের উজ্জল মুক্তো আমার অন্তরের অনুজ্জল পাথরকে চমকে দিলো, তাঁর প্রভাবময় আলোচনার বরকতে দিন দিন গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং নেকীর প্রতি আগ্রহ বাড়তে লাগলো, এখনো কয়েকটি মাদানী মুযাকারা শুনেছি মাত্র, আমার পোশাক পরিচ্ছদ, আচার আচরণ এবং জীবনোপায়ে পরিবর্তন আসতে লাগলো, اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত আদায় করা শুরু করলাম, মাথায় সবুজ

www.dawateislami.net

পাগড়ীর মুকুট সাজিয়ে নিলাম, চেহারায় দাঁড়ি শরীফ দ্বারা আলোকিত করে নিলাম এবং মাদানী কাজে আগ্রহী হয়ে উঠি। মোটকথা, এই মাদানী মুযাকারার মাধ্যমে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আমার এমন প্রশিক্ষন করেছেন। কেননা, আমার ২৬ বছরের জীবনে কখনো এমন শিক্ষা হয়নি।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরও মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ করার আগ্রহ দান করুক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা একই সময়ে দেশ ও বিদেশে অসংখ্য স্থানে সম্মিলিতভাবে দেখা ও শুনা হয়, অসংখ্য আশিকানে রাসূল ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য প্রতি সপ্তাহে একত্রিত হয়, **OB Van** এর মাধ্যমে বিভিন্ন শহর থেকেও মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ হয়ে থাকে, ঘরে একাকীভাবে দেখার চেয়ে উত্তম হচ্ছে, সম্মিলিতভাবে মাদানী মুযাকারা দেখা, যদি যোগাযোগ মজলিশ, প্রচার ও প্রসার মজলিশ, উকীল ও জজ মজলিশ, ব্যবসায়ী মজলিশ, ব্যবসায়দের সাথে যোগাযোগ মজলিশ, আয় ও ব্যয় মজলিশ, ভালবাসা পোষণকারীদের মজলিশ এর ইসলামী ভাইয়েরা, কোন ইসলামী ভাইয়ের ঘরে নিজের বিভাগের লোকজনকে একত্রিত করে মাদানী মুযাকারা দেখার ব্যবস্থা করলে খুবই উত্তম হয়। যদি প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন ঘরে ১২, ১২জন ইসলামী ভাই সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করে তবে মদীনা মদীনা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সিদ্দিকে আকবর এবং রোগীর শুশ্রূষা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর আলোচনা অব্যাহত রয়েছে, তাঁর একটি গুন এটাও যে, তিনি রোগীদের সমবেদনা জ্ঞাপন করে সেবা শুশ্রূষাও করতেন, যেমনটি একবার হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ অসুস্থ হয়ে গেলেন, যখন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ জানলেন, তখন তিনি হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম এবং হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গনী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ উভয়কে বললেন: হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ অসুস্থ

www.dawateislami.net

হয়ে গেছেন, আমাদের তাঁর সহানুভূতির জন্য যাওয়া উচিৎ। এ কথা শুনে তারাও প্রস্তুত হয়ে গেলেন। সুতরাং তিনজনই হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم এর ঘরে পৌঁছলেন।

(তাফসীরে রূহুল বয়ান, পারা ১৩, সূরা রা'দ, ৩১ নং আয়াতের পাদটিকা, ৪/৩৭৭)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা দ্বারা জানতে পারলাম, হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ অসুস্থদের শুশ্রূষা করতেন, সুতরাং আমাদেরও উচিৎ ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে অসুস্থ মুসলমানের শুশ্রূষা করা। কেননা, এর অনেক বরকত রয়েছে, জি হ্যাঁ! রোগীর সেবা করাও সুন্নাত, রোগীর শুশ্রূষা করা মাদানী ইনআমাতের মধ্য হতে একটি মাদানী ইনআমই।

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে কোন রোগীর শুশ্রূষা করে অথবা **আল্লাহ্ তাআলা**র উদ্দেশ্যে কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে তবে আহবানকারী তাকে উদ্দেশ্য করে বলে: আনন্দিত হয়ে যাও। কেননা, তোমার এই চলা মোবারক হোক এবং তুমি জান্নাতে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছো। (তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, বাবু মা'জা ফি যিয়ারাতিল আখওয়ান, নম্বর-২০১৫, ৩/৪০৬) সুতরাং আমাদেরও উচিৎ, আমরাও যেন রোগীর শুশ্রূষা করে **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টি অর্জন করি এবং জান্নাতের অধিকারী হই, **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের আমল করার তৌফিক দান করুক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

খরচ থেকে বেশি টাকা কমিয়ে দিলেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অল্পেতুষ্টি ও মিতব্যয়ীতা অবলম্বন করে কাজ করাতেও হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর যেরূপ অতুলনীয় উদাহরণ ছিলো, তাতে নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য ধৈর্য্য ও কৃতজ্ঞতার শিক্ষাও রয়েছে এবং অল্পেতুষ্টির উৎসাহও রয়েছে। সুতরাং একবার হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর সম্মানিতা স্ত্রী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا হালুয়া (মিষ্টান্ন) খাওয়ার স্বাদ হলো,

www.dawateislami.net

তখন তিনি তাঁকে বললেন: আমার নিকট এত টাকা নাই যে, আমি মিষ্টান্ন কিনতে পারবো। তিনি আরয করলেন: আমি আমার ঘরের খরচাদি থেকে কিছুদিনের মধ্যে সামান্য সামান্য টাকা বাচিঁয়ে কিছু অর্থ জমা করে নিব, তা দিয়েই মিষ্টান্ন কিনে নিব। বললেন: ঠিক আছে, এরূপ করে নাও। সুতরাং তাঁর সম্মানিতা স্ত্রী টাকা জমা করা শুরু করে দিলেন, অনেকদিন পর সামান্য টাকা জমা হলো, যখন তিনি সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে বললেন যে, আপনি মিষ্টান্ন কিনে আনুন, তখন তিনি সেই জমানো টাকা নিলেন এবং বাইতুল মালে ফিরিয়ে দিলেন। কেননা, এটা তো আমাদের ব্যয়ভারের চেয়ে অতিরিক্ত। এর পর তিনি ভবিষ্যতে বাইতুল মাল থেকে পাওয়া নিজের খরচ থেকে ততটুকু পরিমাণ টাকা কমিয়ে দিলেন।

(আল কামিলে ফিত তারিখ, যিকর বাআদ আখবারুহু ওয়া মানা কিবুহু, ২/২৭১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনাটি শুনে বিশেষ করে সেই লোকদের ভাবা উচিৎ যে, যারা নিজেদের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা পূরন করাকে আবশ্যক মনে করে থাকে। আহ! আমাদেরও যদি নিজের নফসের বিরোধীতা করতে, তাকওয়া ও অল্পেতুষ্টি অবলম্বন করার মাদানী চিন্তা নসীব হয়ে যেতো। নিঃসন্দেহে এই ঘটনায় আমি সকল ইসলামী ভাইদের জন্য অল্পেতুষ্টি ও আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করতে, লোভ এবং আশা করা থেকে নিজেকে বাঁচাতে আর নিজের আখিরাতকে উত্তম বানাতে অনেক উপদেশের মাদানী ফুল সুগন্ধ ছড়াচ্ছে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

সিদ্দিকে আকবর এবং মৃতের আত্মীয়-স্বজনকে সমবেদনা জ্ঞাপন

এমনিভাবে তাঁর একটি গুণ এটাও ছিলো যে, তিনি যখন কারো মৃত্যু হওয়ার সংবাদ পেতেন, তখন তিনি তাঁর আত্মীয় স্বজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করতেন, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা কাসিম বিন মুহাম্মদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; যখন কারো ইন্তিকাল হয়ে যেতো, তখন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তার আত্মীয়দের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করতেন এবং তাদের এরূপ বলতেন: শান্ত থাকার মধ্যে কোন বিপদ নাই, কান্নাকাটিতে কোন উপকার নাই, মৃত্যু হচ্ছে পরবর্তী

www.dawateislami.net

বিষয়াদীর জন্য সহজ এবং পূর্ববর্তী বিষয়াদীর জন্য কঠিন, তুমি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতকে স্মরণ করো, তোমার বিপদ কমে যাবে এবং তোমার প্রতিদান বেড়ে যাবে।

(আত তামহিদু লি মা'ফীল মু'তা ...দ, আব্দুর রহমান বিন কাসিম বিন মুহাম্মদ, ৮/৯৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা লক্ষ্য করলেন যে, হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ খলিফাতুল মুসলিমিন অর্থাৎ মুসলমানদের খলিফা হওয়ার পরও সমবেদনা জ্ঞাপন করা ত্যাগ করেননি, সুতরাং আমাদেরও উচিৎ, **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টি এবং মুসলমানের মনতুষ্টির নিয়্যতে বিপদগ্রস্থ মুসলমানের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা, বিভিন্ন হাদীসে মোবারাকায় এর অনেক ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: যে ব্যক্তি কোন দুঃখী মানুষের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে তাকওয়ার পোশাক পরিধান করাবেন এবং রূহ সমূহের মধ্যে তার রূহের প্রতি দয়া করবেন, আর যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্থের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে জান্নাতের পরিপূর্ণ পোশাক হতে দু'টি এমন পোশাক পরিধান করাবেন, যার মূল্য (পুরো) দুনিয়াও হতে পারে না। **(মু'জামুল আউসাত লিত তাবারানী, বাবুল হা', যিকরে মিন ইসমুহু হাশিম, ৬/৪২৯, হাদীস নং-৯২৯২)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! সমবেদনার কতিপয় আদবও শ্রবণ করে নিই:

(১) সমবেদনা জ্ঞাপন করা সুন্নাত। (২) সমবেদনার সময় মৃত্যুর তিনদিন পর্যন্ত, এরপর মাকরুহ। কেননা, এতে দুঃখ উতলে উঠবে, কিন্তু সমবেদনা জ্ঞাপনকারী বা যার সমবেদনা জ্ঞাপন করা হবে, সেখানে উপস্থিত নাই অথবা উপস্থিত কিন্তু তার জানা নেই তবে পরেও করা যাবে। (৩) দাফনের পূর্বেও সমবেদনা করা জায়িয, কিন্তু উত্তম হচ্ছে দাফনের পর করা। (৪) মুস্তাহাব হচ্ছে, মৃতের সকল আত্মীয়ের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা, ছোট-বড়, পুরুষ মহিলা সবাইকে, কিন্তু মহিলাকে তার মাহারিমই সমবেদনা জ্ঞাপন করবে। সমবেদনায় এরূপ বলুন যে, **আল্লাহ্ তাআলা** মৃতের মাগফিরাত করুক এবং তাকে আপন দয়ায় আবৃত করে নিক এবং আপনাদেরকে ধারণ করার তাওফীক দিক আর এই বিপদের জন্য সাওয়াব দান করুন। **(বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অধ্যায়, ১/৮৫২)**

www.dawateislami.net

প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া করবেন না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর একটি অনেক সুন্দর গুণ হলো যে, তিনি প্রতিবেশী প্রতি অনেক বেশি নম্র ছিলেন, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল রহমান বিন কাসিম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আবু বকর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর নিকট দিয়ে গমন করছিলেন, তখন তিনি নিজের প্রতিবেশীকে ধমক দিচ্ছিলেন, তিনি তাঁকে বললেন: নিজের প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া করোনা। কেননা, সে তো এখানেই থাকবে কিন্তু যে লোকেরা তোমার ঝগড়া দেখবে তারা এখান থেকে চলে যাবে।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুস সাহাবা, বাবু ফি হুকুকুত তাতাআল্লুক বিসাহাবাতিল জা'র, ৯ম অংশ, ৫/৭৯, হাদীস নং-২৫৫৯৯)

প্রতিবেশীর অধিকার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়াকারী ব্যক্তিকে কিরূপ উত্তম পদ্ধতীতে নেকীর দাওয়াত পেশ করেন এবং আসলেই যখন প্রতিবেশী পরস্পর কোন বিষয়ে ঝগড়া করে তবে তা তার নিজেরই ক্ষতি। কেননা, ঝগড়া করার পরও তাদের একত্রেই থাকতে হবে এবং তাদের পরস্পর ঝগড়া করা অন্যান্য লোকদের জন্য তামাশা স্বরূপ হয়ে যায়।

মনে রাখবেন! ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকারের অনেক গুরুত্ব রয়েছে, যেমনটি **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমি তোমাদেরকে প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার করার জন্য অসিয়ত করছি।" অতঃপর **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم প্রতিবেশীদের এরূপ অধিকার বর্ণনা করেছেন যে, এমন মনে হলো যেন **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাদের সম্পত্তিতে অংশীদার বানিয়ে দিবেন।

(আল মু'জামুল কবীর, মুহাম্মদ যিয়াদ আল লিহানী আন আবী ইমাম, হাদীস নং-৭৫২৩, ৮/১১১)

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরও প্রতিবেশীদের প্রতি লক্ষ্য রাখার তৌফিক দান করুক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

নসিহতের মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ যেভাবে নিজের উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে মানুষের সংশোধন করেছেন, ঠিক সেইভাবে নিজের বাণী দ্বারাও মাদানী শিক্ষার অনেক মাদানী ফুল দান করেছেন। যেমনটি হযরত রাফে رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম, আমি আরয করলাম: আপনি আমাকে নসিহত করুন। তিনি দু'বার বললেন: **আল্লাহ্ তাআলা** তোমার উপর দয়া করুক এবং বরকত দান করুক। (১) ফরয নামায সময়মত আদায় করো। (২) যাকাত খুশিমনে প্রদান করো। (৩) রমযানের রোযা রাখো। (৪) বাইতুল্লাহ্র হজ্ব করো। (৫) কখনো শাসক হয়ো না। আমি আরয করলাম: জনাব! আজকাল তো শাসকরাই উম্মতের মধ্যে উত্তম লোক। বললেন: আজকাল বিচারকার্য সহজ, কিন্তু আমার ভয় হয় যে, ভবিষ্যতে অসংখ্য বিজয়ের কারণে শাসনকার্যও বেশি হবে এবং একারণে হতে পারে অযোগ্য শাসকও আসবে। যেহেতু কাল কিয়ামতের দিন শাসকের হিসাব অনেক দীর্ঘ হবে এবং আযাবও বেশি, আর শাসক নয় এমনদের হিসাবও কম এবং আযাবও হালকা। একারণেই যে, শাসকের অনেক বেশি অত্যাচার হয়ে যায় এবং অত্যাচারী শাসক **আল্লাহ্ তাআলা**র চুক্তিকে ভঙ্গ করে দেয়। এই শাসকদের মধ্যে (ন্যায় পরায়ন) অনেকে **আল্লাহ্ তাআলা**র নৈকট্যশীলও হয়ে থাকে এবং অনেকে (অত্যাচার ও নিপিড়নের কারণে) **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবার থেকে বিতাড়িতও হয়। **আল্লাহ্**র শপথ! তোমাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি প্রতিবেশীর ছাগল বা উট করায়ত্ব করে তো বড়ই আনন্দিত হও যে, আমি তো প্রতিবেশীর ছাগল বা উট হাতিয়ে নিয়েছি, অথচ এমনদের উপর আযাব অবতীর্ণ করা **আল্লাহ্ তাআলা**র অনেক বড় দায়িত্ব। **(শুয়াবুল ঈমান, ফসলু ফি যিকরি মা ওয়ারদ মিনাত তাশদীদ, ৬/৫১, হাদীস নং-৭৪৭২। আর রিয়াদুন নাদারা, যিকরি মা ইয়াদি আলাল..., ১/২৫৩)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

১২ দিনের "আমল সংশোধন কোর্স"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَہُمُ اللّٰہُ السَّلَام এবং সাহাবা ও আহলে বাইতদের ভালবাসা ও ভক্তির চেতনা সৃষ্টি করতে, প্রতিবেশীদের অধিকার শিখতে,

www.dawateislami.net

নেককার হতে এবং নফল ইবাদতের উৎসাহ সৃষ্টির জন্য দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং ১২ দিনের **"আমল সংশোধন কোর্স"** করার নিয়্যতও করে নিন। এই কোর্সটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পছন্দনীয় কোর্স। তিনি বলেন: এই কোর্সটি ১০০বার করা হলেও কম হবে। এই মাদানী কোর্সে এমন কি আছে ???

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে নেক কাজ করা এবং গুনাহ থেকে বাঁচার নিয়মাবলী সম্পর্কীত শরীয়াত ও তরিকতের সমষ্টি মাদানী ইনআমাতের আদলে দান করেছেন, আমল সংশোধন কোর্সে এই মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার সহজ উপায় এবং এর উপর অনুশীলনও করানো হয়, এছাড়াও তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও চাশত, বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহকারে কোরআনে করীমের তিলাওয়াত, ওযীফা, বিভিন্ন দোয়া, মাদানী হালকা এবং শাজারা শরীফও পড়ানো হয়। বাতিনের (গোপন) সংশোধনের প্রশিক্ষণ হিসেবে মারাত্মক গোপনীয় রোগসমূহ যেমন; হিংসা, অহঙ্কার, লৌকিকতা, কু-ধারণা ইত্যাদি বিষয়ের বয়ান, নামাযের পদ্ধতি, অহেতুক কথা বলা থেকে বাঁচার জন্য ইশারা এবং অনেক কিছু শেখার সুযোগ হয়।

আত্তারের দোয়া! হে আল্লাহ্! যে কেউ এই ১২ দিনের "আমল সংশোধন কোর্স' করবে, পুলসিরাত যেন সে দ্রুতগতিতে অতিক্রম করে নেয় এবং বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করে নেয় আর তার যেন **মাহবুবে করীম, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্ব নসীব হয়ে যায়।

মাদানী ইনআমাত কি ভি মারহাবা কিয়া বা'ত হে,
কুরবে হক কে তা'লেবোঁ কে ওয়াস্তে সওগাত হে।

নফল রোযার মাদানী কার্যক্রম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ পুরো বছর রোযা পালনকারী আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ফয়যানে দাওয়াতে ইসলামীতে নফল রোযার মাদানী কার্যক্রম বিশেষভাবে মাদানী ইনআমাতের অনুসারীদের মাধ্যমেই চলমান রয়েছে।

www.dawateislami.net

আসুন! নফল রোযা সম্পর্কে কতিপয় মাদানী ফুল শ্রবণ করি: (১) **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যদি কেউ একদিন নফল রোযা রাখে এবং পুরো দুনিয়ার স্বর্ণ তাকে দেয়া হয়, তবুও এর সাওয়াব পূর্ণ হবে না, এর সাওয়াব তো কিয়ামতের দিনই দেয়া হবে। (মুসনাদে আবি ইয়ালা, ৫/৩৫৩, হাদীস নং-৬১০৪) (২) আশিকানে রোযার সাংগঠনিক স্তর বিন্যাস: **সর্বোত্তম:** যে সাওমে দাউদী অর্থাৎ একদিন পর পর রোযা রাখে বা মাসে কমপক্ষে ১৫টি রোয়া নিজের সুবিধা অনুযায়ী রাখবে বা পাঁচটি নিষিদ্ধ দিন ছাড়া পুরো বছর রোযা রাখে। (ঈদুল ফিতর এবং ১০, ১১, ১২, ১৩ যিলকাদাতুল হারাম রোযা রাখা মাকরূহে তাহরীমি) (দুররে মুখতার ও রাদ্দুল মুখতার, ৩/৩৯১) **উত্তম:** যে প্রতি সোমবার এবং বৃহস্পতিবার রোযা রাখে (সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা সুন্নাত, তবে যে নিজের সুবিধা অনুযায়ী মাদানী মাসে সাতটি রোযা রাখে, সেও সাংগঠনিকভাবে "উত্তম" বলে গন্য হবে।) **ভাল:** যে প্রতি সোমবার শরীফে অপারগতায় সাপ্তাহিক ছুটির দিনে রোযা রাখে (এভাবে মাসে চার পাঁচটি রোযা হয়) (৩) মনে রাখবেন! নফল রোযা ইচ্ছাকৃত শুরু করার পর তা সম্পন্ন করা ওয়াজিব হয়ে যায়, যদি ভঙ্গ করে তবে তার কাযা করা ওয়াজিব। (দুররে মুখতার, ৩/৪৭৩) (৪) পিতা মাতা যদি সন্তানকে নফল রোযা রাখতে একারণে নিষেধ করে যে, অসুস্থ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তবে পিতা মাতার অনুগত্য করবে। (দুররে মুখতার, ৩/৪৭৮) (৫) স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রী নফল রোযা রাখতে পারবে না। (দুররে মুখতার, ৩/৪৭৭)

মাদানী অনুরোধ: নফল রোযার মাদানী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার জন্য ইসলামী ভাইয়েরা এই নাম্বারে **01820-131154** আপনার নাম, শহরের নাম, মোবাইল নাম্বার এবং আপনার স্তর (সর্বোত্তম, উত্তম, ভাল) জানিয়ে এস.এম.এস. বা ওয়াটসআপ করুন।

প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনে মতীনের ১০৩টিরও বেশি বিভাগে মাদানী কাজ করে যাচ্ছে, এর মধ্যে একটি বিভাগ হলো প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা, اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ বাংলাদেশে অসংখ্য প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা রয়েছে, প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় বালিগ অর্থাৎ বয়স্ক

www.dawateislami.net

ইসলামী ভাইদের বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহকারে হরফ আদায় করা শেখানোর পাশাপাশি মাদানী ক্বায়িদা এবং কোরআনে করীম ফি সাবিলিল্লাহ্ পড়ানো হয়, প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পাঠরত সৌভাগ্যবান আশিকানে রাসূল কোরআনে করীম শিক্ষার পাশাপাশি অসংখ্য ইলমে দ্বীনও শেখার সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে, اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার প্রায় ৬৩ মিনেটের রুটিনে **"নামাযের আহকাম"** থেকে নামায, গোসল, ওযু, জানাযার নামায, সুন্নাত শিখানো, মাদানী দরস দেয়া, ফরয জ্ঞান সমৃদ্ধ বয়ান শ্রবণ করা, দোয়া মুখস্থ করানো এবং শেষে মাদানী ইনআমাতের রিসালায় ফিকরে মদীনা করাও অন্তর্ভূক্ত। **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আসুন! সাহস করুন, কোরআনের শিক্ষা অর্জন করতে প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় নিজেও অংশগ্রহণ করুন এবং অন্যান্য ইসলামী ভাইদেরও এর উৎসাহ দিন।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আজকের বয়ানে আমরা হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর বিভিন্ন গুণাবলী ও কর্মপদ্ধতী সম্পর্কে শ্রবণ করলাম;

❀ সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর সারা জীবন **আল্লাহ্ তাআলার** ইবাদতে অতিবাহিত হয়েছে। ❀ সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর সারা জীবন খোদাভীতিতেই অতিবাহিত হয়েছে। ❀ সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর সারা জীবন ইশকে রাসূল এবং ❀ সুন্নাতে **মুস্তফার** উপর আমল করেই অতিবাহিত হয়েছে। ❀ সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর সারা জীবন ছোটদের স্নেহ এবং বড়দের ভালবাসাতেই অতিবাহিত হয়েছে। ❀ সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ খিলাফতের মসনদে যতদিন ছিলেন, এর হক আদায় করতে থাকেন। ❀ সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাকওয়া ও পরহেযগারীর দৌলতে ভরপুর ছিলেন। ❀ সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ অত্যাচারের স্টিম রোলারে পতিত মুসলমানদের মঙ্গল করেছেন। ❀ সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ অত্যাচারিত মুসলমানদেরকে অত্যাচার নিপিড়নের বন্ধন থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য নিজের সম্পদ খরচ করতে পিছপা হতেন না। ❀ সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ মুসলমানদের খলীফা ও শাসক হওয়া স্বত্বেও আরাম আয়েশের জীবন না কাটিয়ে

www.dawateislami.net

অত্যন্ত সাধাসিধে এবং ধৈর্য ও অল্পেতুষ্টিতে অতিবাহিত করেছেন। ❀ সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ অসুস্থদের শুশ্রূষা করতেন। ❀ কারো মৃত্যু হলে তবে মৃতের পরিবার পরিজনদের সমবেদনা জ্ঞাপন করতেন। ❀ সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ নামায, রোযা, হজ্ব এবং যাকাত ইত্যাদি আদায়ের উৎসাহ দিতেন। ❀ সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর নিজের ইবাদতের অবস্থা এমন ছিলো যে, গরমের দিনে নফল রোযা রাখতেন, সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, আমরাও যেন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজের জীবন নেকীতে অতিবাহিত করি এবং গুনাহ থেকে নিজে বাঁচি এবং অন্যকেও বাঁচাই।

আল্লাহ্ তাআলা আমলের তৌফিক দান করুক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" **(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)**

সীনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা, জান্নাত মে পড়োসী মুঝে তুম আপনা বানানা।

হাত মিলানোর কতিপয় মাদানী ফুল

(১) দুজন মুসলমানের সাক্ষাতের সময় সালামের পর উভয় হাতে মুসাফাহা করা অর্থাৎ উভয় হাত মিলানো সুন্নাত। (২) যখন দুইজন বন্ধু পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে মুসাফাহা করে এবং **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তবে তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের আগে ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। **(শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৯৪৪)** (৩) হাত মিলানোর সময় দরূদ শরীফ পাঠ করে সম্ভব হলে এ দোয়াটিও পাঠ করুন يَغْفِرُ اللّٰہُ لَنَا وَلَکُمْ (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকে ও তোমাদের ক্ষমা করুল।) (৪) দুইজন

www.dawateislami.net

মুসলমান মুসাফাহার সময় যে দোয়া করে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তা কবুল হবে। উভয় হাত পৃথক হওয়ার পূর্বে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মাগফিরাত হয়ে যাবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৮৬, হাদীস নং- ১২৪৫৪) (৫) পরস্পর হাত মিলানোর ফলে শত্রুতা দূর হয়ে যায়, (৬) **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে মুসলমান আপন ভাইয়ের সাথে মুসাফাহা করে এবং কারো মনে কারো সাথে শত্রুতা না থাকে, তাহলে হাত পৃথক হওয়ার পূর্বেই **আল্লাহ্ তাআলা** তাদের আগে ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং যে কেউ আপন ভাইয়ের প্রতি ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখবে আর তার অন্তরে যদি শত্রুতার ভাব না থাকে তবে দৃষ্টি ফিরানোর আগেই উভয়ের আগের ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (কানযুল উম্মাল, ৯ম খন্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা) (৭) মুসাফাহা করার সুন্নাত হচ্ছে, হাত মিলানোর সময় রুমাল ইত্যাদি যেন আড়াল না হয়, উভয়ের হাতের তালু খালি থাকে এবং তালুর সাথে তালু স্পর্শ করা চাই। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ৯৮ পৃষ্ঠা)

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

আশিকানে রাসূল, আয়ে সুন্নাত কে ফুল
দেনে লেনে চলে, কাফেলে মে চলো

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِیْ عِلْمِ اللّٰہِ

صَلَاۃً دَائِمَۃً بِدَوَامِ مُلْکِ اللّٰہِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی لَہٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْہُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَکَ یَوْمَ الْقِیَامَۃِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَی اللّٰہُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاھُوَ اَھْلُہٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ الْحَلِیْمُ الْکَرِیْمُ سُبْحَانَ اللّٰہِ
رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

www.dawateislami.net